135

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী বিক্ষোভ

গত বুধবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা উত্তেজিত হয়ে হল প্রভোস্টের বাসভবনে ঢিল ছুড়ে কাঁচ ভেঙেছে এবং প্রভোস্টের বাসার ডিশ এন্টেনার লাইন কেটে দিয়েছে।

ঐদিন রাতে হলের মেয়েদের সাথে তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে হল প্রভোস্টের একটি সাধারণ বৈঠক হবার কথা ছিল। মেয়েরা হাজির ছিল। প্রভোস্টও হাজির হয়েছিলেন; কিন্তু হাজির হয়ে নাকি সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি কারো কোন কথা শুনবেন না। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

ছাত্রীদের সমস্যাদি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করে; সভা ডেকে এমন স্বৈরাচারী বক্তব্য দেয়ার পরিণাম ভাল হয়নি। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ছাত্রীরা অবশ্যই সীমা লংঘন করেছে। মেয়েদের সব দাবিই যে সঙ্গত কিংবা সঙ্গত হলেও মাত্রাতিরিক্ত নয়, এমন ঢালাও বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আলাপ-আলোচনার গণতান্ত্রিক পথে আজকের দুনিয়ার এত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, সেখানে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের সমস্যা নিশ্চয় অসমাধেয় নয়। প্রয়োজন ঠান্ডা মাথায় বসে পরিস্থিতি বিচার করা এবং প্রচলিত নিয়মের যেগুলো যৌক্তিকতা হারিয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে গঠনমূলক নতুন উপায় উদ্ভাবন।

গত রোববার খবর বেরিয়েছে যে, উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ মেয়েদের আশ্বাস দিয়েছেন তাদের সব দাবি পূরণ করার। শামসুন্নাহার হলে সীট সমস্যা দূর করা হবে। টেলিফোন সমস্যা দূর হবে। পুনরায় হিটার লাইনের সংযোগ দেয়া হবে এবং রাত ৯টা পর্যন্ত হল গেট খোলা থাকবে।

তাহলে কি দাঁড়ালো? হল প্রভোস্ট তাঁর নিজের খেয়ালখুশীমত সব চালাবেন বলে মেয়েদের সব দাবি নাকচ করে দিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বললেন, সব দাবি পূরণ করা হবে।

এ ঘটনার ভেতর দিয়ে দু'টি প্রশ্ন উঠে দাঁড়ায়। এক, ছাত্রীদের দাবি-দাওয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট তার নিজের, তার পদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করলেন কি? আর দুই, উপাচার্য জঙ্গী মেয়েদের দাবির মুখে যেভাবে সব সমস্যা দূর করার আশ্বাস দিলেন, তা-ই বা কতটা বাস্তবসম্মত।

আসলে যা করা উচিত, তা হলো, মেয়েদের হলগুলোর বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও সমস্যাদি নিয়ে ছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাধারণ সভা ডেকে খোলাখুলি আলোচনা করা এবং সেখানে যেগুলো যুক্তিসঙ্গত, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করে একে একে সমাধানের চেষ্টা করা। আমাদের ধারণা, এই গঠনমূলক উপায় অবলম্বন করা হয় না বলেই প্রতিবাদের ভাষা অনিয়মতান্ত্রিকতার পথ ধরে। হুমকি-ধমকিতে কাজ না হলে মেয়েদের বুঝ দেয়ার জন্য চলতি ধরনে আশ্বাস দিয়ে দেয়া হয় সকল মুসিবৎ দূর করার। এতে ছাত্রীদের আন্দোলনের এক ধরনের নৈতিক বিজয় ঘটলেও চূড়ান্ত বিচারে কাজের কাজ কিছুই হয় না। কিছুদিন পর আবার সেই একই দাবিদাওয়া, অসন্তোষ ফুঁসে ওঠে। শামসুন্নাহার হলের ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি না হয়, এটাই কাম্য।